দুপুর রাতে সিদ্ধার্থ ঘুমের থেকে উঠল। আজ একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিল সে; শোবা মাত্রই ঘুমিয়ে পড়েছিল। প্রায় তিন ঘণ্টা ঘুম হয়েছে। রাত একটা বেজেছে হয়তো? ঘড়িটা দেরাজের ভেতর। পাশের কোঠায় সুনীতি ও তার ছেলেমেয়েরা ঘুমুচ্ছে। নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে তাদের। ঘর একেবারে অন্ধকার নয়; রোজ রাতেই কেরোসিনের হ্যারিকেনটা ডিম করে জ্বালিয়ে রাখা হয় ঘরের এক কোণে—একটা পুরোনো বই বা খাতার আড়ালে; তারই খানিকটা আলো ঘরের ভেতর। মফস্বলের এই শহরে ইলেকট্রিক বাতি আছে কারো-কারো বাড়িতে, কিন্তু সিদ্ধার্থ টাকাকড়ির অভাবে ইলেকট্রিক কানেকশন আনতে পারেনি; আজকাল আর কানেকশন দেওয়া হয় না—খুব বেশি তদবির করতে না পারলে। তা ছাড়া—থোক টাকা নেই তার হাতে—তদবির করার কথা ভাবতেই পারে না সে। বাড়িটাও তার পাকা নয়; মেঝেটা পাকা অবিশ্যি। কিন্তু ছনের চাল, খলকার বেড়া। বেড়া ভেঙে গেছে অনেক জায়গায়; সেখানে হোগলা দিয়ে মেরামত করা হয়েছে। হোগলার বেড়াও আছে— এইটেই কায়েমি হবে বোধহয় আস্তে-আস্তে। মুলিবাঁশের বেড়া, দরমার বেড়া, দু-এক জায়গায় টিনের পাতের বেড়া—বেড়ার বহুরূপই আছে এ ঘরের ভেতর। পঞ্চাশের বন্দ দুখানা ঘর—পশ্চিম পোতায় আর দক্ষিণ পোতায়। দক্ষিণ পোতার ঘরে সিদ্ধার্থরা থাকে; অন্য ঘরটায় আত্মীয়স্বজনরা থাকত। কিন্তু একে-একে তারা সকলেই কলকাতায় বিহারে আসামে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে, ক্বচিৎ আসে এদিকে।

চার বিঘে জমি নিয়ে বাড়ি। দুটো পুকুর আছে। দুটোই প্রায় মজে এসেছে। জাপানি হিড়িকের সময়—ওরা এলে বা এসে পড়ল-পড়ল এই উদ্বেগে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে, শহরের জলের কল ঘায়েল হয়ে জল সরবরাহের অভাবে বেশি বিপদ হতে পারে, এ বাড়িতে তখন অনেক মানুষ ছিল, এই জন্য একটা মজা পুকুর নতুন

একটা চশমখোর ঘোড়েল লোকের হাত থেকে তুমি তো আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলে।'

'চশমখোর কি উনি?'

'ও রকম চশমখোর আমাদের কলেজের কর্তৃপক্ষের ভেতরেও এক অমিয় সেনশর্মা আর অরুণ সেনশর্মা ছাড়া আর কাউকে দেখিনি কোনোদিন। আমি তো চল্লিশ বছর ধরে এই কলেজের নাড়িনক্ষত্র দেখছি।'

আরো চার-পাঁচ চুমুক আন্দাজ চা আছে পেয়ালাটার ভেতর। খুব বেশি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মিষ্টিও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

রমা চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'কিন্তু তবুও এইরকম সব তো হল রাজীবকাকা, প্রিন্সিপালের কাছে মিথ্যা কথা বলেও পিটিশনের ভূত তো তাড়ানো গেল না।'

'মিথ্যা কথা বলেছিলে প্রিন্সিপালের কাছে?' প্রভাসবাবু মানোয়েলকে বাঁ পা-টা মালিশ করতে বললেন, 'সিদ্ধার্থ যে-রকম ভালেরিকে বলতে চেয়েছিল জিরানডাঙার লোকগুলো ক্যাথলিক? সৎ উদ্দেশ্য ছিল সিদ্ধার্থের, কিন্তু তুমি তো তাকে চেপে ধরেছিলে।'

'সিদ্ধার্থদা মিথ্যা কথা বলেননি শেষ পর্যন্ত, কোনো কারণও ঘটেনি বলবার। দরকার হলে বলত কি না জানি না। কিন্তু আমি তো বলেছিলাম। কিন্তু হল না তো কিছু—কোনো উপকার হয়তো হল না আপনার', রাজীববাবুর চোখ, চুল, জামা, বোতামের দিকে তাকিয়ে রমা বললে, 'পিটিশনটা নিয়ে এরকম ছেঁড়াকাটা হচ্ছে যখন, তখন এর পরিণাম—'।

রমা বললে—'রাজীবকাকা।'

রাজীববাবু কথা বলতে-বলতে, কথা ভাবতে-ভাবতে একটা নিঃশব্দ অন্ধকারের খোড়ল ফাটলের ভেতর ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। রমার কথা শুনে সাড়া দেবার জন্যে নড়েচড়ে উঠলেন।

'আমার দরখাস্তটা আপনি চেপে গেলেন কেন?'

'কেন?'

'আমি দেখলাম দরখাস্তটা তুমি ঝোঁকের মাথায় লিখেছ।'

'ও দরখাস্তের কোনো মূল্যই দিইনি আমি।'

'কী মনে করে? মাসে পঞ্চাশ টাকা করে বৃত্তি তোমাকে কলেজ দিচ্ছে, তুমি ফার্স্ট হয়েছ বলে। তোমার কোনো বিশেষ নৈতিক অধঃপতন না ঘটলে সে বৃত্তি রদ করে দেবার তো কোনো কথাই ওঠে না। তোমার ও দরখাস্ত প্রিন্সিপালই ছিঁড়ে ফেলে দিত, না হলে গভর্নিং বডি হেসে উড়িয়ে দিত।'

'এ-রকম একটা দরখাস্ত করেছিলে নাকি রমা?' প্রভাসবাবু বললেন। অনেকক্ষণ চুরুট খাননি, পুরোনো আধ-খাওয়াটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে একটা নতুন চুরুট বের করে নিলেন কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে। 'কই আমাকে তুমি বলোনি তো।'

'ইচ্ছে করে নয়।'

'এই বড়িটা খেলে খুব জল খেতে ইচ্ছা করে?'

'না—বমি আসে, কিছুই খেতে ইচ্ছা করে না, অরুচি হয়।' মাস ছয়েক আগে বাসমতীর সদর হাসপাতালে কমিটির একটা মিটিঙে মহেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার', সুনীতি বললে, 'কথাবার্তা হল, আমার হাঁপানির কথা উঠতে তিনি বললেন, দিনে পাঁচ-ছ-গেলাশ জল খেয়ে দেখুন আপনি। এতদিন খাইনি। কিন্তু হাঁপানির বাড়াবাড়ি হচ্ছে আজকাল। এইবারে দেখছি—কিন্তু বমি ঠেলে আসে ওই ওষুধটা খেয়ে জল খেতে গেলে।—এমনিই আমি জল খেতেই পারি না।'

সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'ঝাউডাঙায় একটা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপালের কাজ আমি পেতে পারি, আড়াইশো টাকা মাইনে দেবে, পঁচিশ টাকা ডি-এ, জায়গাটা একেবারে পাড়াগাঁ, বনজঙ্গল, কিন্তু কাজটা মোটের ওপর মন্দ নয়, সব মিলিয়ে দুশো পঁচাত্তর আন্দাজ পাওয়া যাবে। কী মনে হয় তোমার?'

'কাজটা পাবেই তুমি—না সম্ভাবনার কথা বলছ?'

'না, ওখানকার কলেজ কমিটির সেক্রেটারি মহম্মদ ইশাক শাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। কাজটা চাইলেই তিনি আমাকে দিয়েছেন, আমাকে সাধা-সাধি করছেন, কিন্তু কিছু ঠিক করতে পারছি না।'

'যেতে পারা যায়।' সুনীতি বললে, 'পঁচাত্তর টাকা তো বেশি।'

'তাহলে বলে আসব ইশাক শাহেবকে?'

'একেবারে পাড়াগাঁ?'

'হ্যাঁ—এই তো বাসমতীর থেকে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে—সুন্দরবন আর সমুদ্রের দিকে। মুসলমান আর নমঃশূদ্র ছেলেদের দিয়ে কলেজ।'

সুনীতি জলে দু-চুমুক দিয়ে বললে, 'বাসমতী ছেড়ে বনজঙ্গলের দিকে যাওয়া; গেলে কলকাতায় গেলে ভালো হত তবু।'

'পঁচাত্তর টাকা মাত্র বেশি দেবে তোমাকে—তার বদলে জঙ্গলবাস', সুনীতি গেলাশটা একটু সরিয়ে রেখে বললে, 'পাঁচ ছশো টাকা মাইনে পাওয়া যায় না কোথাও?'

'না, কলেজ আইনে সে সব নেই।'

'লাইন বদলানো যেতে পারে তো।'

'এই বয়সে গভর্নমেন্টের চাকরি পাওয়া যাবে না।'

'দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে—'

'খুব ভালো জিনিশটা', সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'কিন্তু পরাধীন বা স্বাধীন দেশে কারো ব্যাপারের কোনো মীমাংসা হয় না। বাসমতী কলেজের দু-চারজন প্রফেসররের হয়তো সুবিধা হতে পারে, কিন্তু মোটামুটি মাস্টারদের কোনো লাভ হবে না, আরো ক্ষতি হবে কি না বলতে পারছি না।'

ফাটা বললে, 'না রাজি হইনি—তবে ধর্মসমাজটা শুধু অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা সেটা জানবার জন্যে জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'আমি যদি বলি যে সিমেন্ট টিমেন্টের ব্যবসা যেরকম করছ সেটা না চালালে জিনিশটা হতে পারবে না?'

'তাহলে আমাদের মিটে গেল; টাকার জন্যে তোমার জন্যে কোনো কিছুর জন্যেই বাসমতী ব্রাহ্মসমাজকে আমি ছাড়তে পারছি না।'

'অথচ কত সহজে তোমাকে ছেড়ে যেতে পারছি আমি।' বনচ্ছবি ম্রিয়মাণ দুষ্টুমিতে হেসে বললে।

ফাটা পকেট থেকে পাইপ বের করে বললে, 'তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে, সেইটেই সবচেয়ে ভালো হত। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজের আলোয় চলা ভালো। তুমি যদি বিদ্যাবুদ্ধিতে কম হতে তাহলে অনেক দিন বসে বোঝাতাম তোমাকে, প্রায় আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। কিন্তু কোনো দরকার নেই তার; তুমি তো প্রায় সেনের মতন জ্ঞানী। একটা শুধু অভাব বোধ হয় আমার এই যে তোমার জ্ঞান তোমাকে ধর্মসমাজের দিকে নিয়ে এল না কেন। কিন্তু আজকের পৃথিবীর জ্ঞানীদের ভোট নিলে টের পাওয়া যাবে যে আমি নই তুমি ঠিক পথে চলছ। চলেছ—বেশ। আমার নিজের পথ আমার কাছে সত্য। তুমি বলছ যে সেটা দেখতে আমার ভালো লাগছে।'

'কোথায় দাঁড়িয়ে?'

'তুমি ধর্মের থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলবে—আর আমি অবিশ্বাস থেকে গভীরতর অবিশ্বাসে তলিয়ে যেতে থাকব—'

'কিন্তু যতই তলিয়ে যাও না কেন সেন সবসময়ই কাছে থাকবে তো তোমার?'

'সেন?'

'হ্যাঁ সিদ্ধার্থ।'

'হ্যাঁ। এখনো কাছে আছেন বটে, কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করবার ক্ষমতা আমার নেই।'

'আমার আছে। সেনকে তুমি সবসময়ই তোমার হাতের কাছে পাবে।'

'আমার সঙ্গে সঙ্গে অতলে তলাবে সেন?'

'হ্যাঁ, তোমার মতন লোক তলিয়ে যাচ্ছে বলে।'

বনচ্ছবি পড়ন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সেনের মনে অনেক ধাঁধা—হাতে অনেক কাজ। আমি তার গ্রাহ্যের মধ্যে নেই।'

ফাটা চুরুটটা কুড়িয়ে নিল, দেশলাই হাতড়ে খুঁজে বার করে চুরুটটা জ্বালিয়ে নিতে নিতে বললে, 'তা নয়, তুমি জান না কিছু বনচ্ছবি। সুনীতির জন্যেই সিদ্ধার্থ কিছু করতে পারছে না। তুমি করতে পারছ না কিছু। তুমি যদি দশটা বছর আগে বাসমতীতে জন্মাতে তাহলে সিদ্ধার্থের জীবনের মানেই বদলে যেত।'